আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ ক্লিনিককে ৩১ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা শহরে যাচ্ছেতাইভাবে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি প্রাইভেট ক্লিনিকে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। ৬ টি ক্লিনিকে ৩১ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জরিমানার শিকার ক্লিনিকগুলো হল পশুহাট সড়কের মা ক্লিনিককে ৬ হাজার টাকা, একতা ক্লিনিককে ২ হাজার টাকা, ইউনাইটেড ক্লিনিককে ১০ হাজার টাকা, কালিদাসপুর সাদা ব্রীজ সংলগ্ন আল-আরাফা ক্লিনিককে ৫ হাজার টাকা, কলেজপাড়ার লোকমান ক্লিনিককে ৩ হাজার টাকা ও সোগামোড়ের এ্যাপোলো ক্লিনিককে ৫ হাজার জরিমানার টাকা আদায় করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ক্লিনিকগুলোতে মারাত্মক অব্যবস্থাপনা, সরকারী নিয়মনীতি না মানার অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে আবার ইউনাইটেড ক্লিনিক ও এ্যাপোলো ক্লিনিকের কোন অনুমোদনই নেই। এই দুইটি ক্লিনিককে তাদের অনুমোদন নিতে দুইদিনের আল্টিমেটাম দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

অনুমোদন ছাড়াই ইউনাইটেড ক্লিনিক দীর্ঘ বছর তাদের অপচিকিৎসা চালিয়ে আসছে। মাঝে-মধ্যেই অপচিকিৎসায় এখানে রোগী মারা যান। প্রশাসনও মাঝে-মধ্যে ক্লিনিকে সিলগালা করে দিয়ে যায়। আবার কিসব অলৌকিক কারনে ক্লিনিক খুলে আবারো রোগী ভর্তি করা হয়। এ নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

ডাক্তার দম্পত্তি করোনা আক্রান্ত, আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিক লকডাউন

ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন স্বস্ত্রীক করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় তার মালিকানাধীন আলমডাঙ্গা শেফা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লকডাউন করা হয়েছে।
সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ ক্লিনিকটি লকডাউন করে দেয়। এতে প্রায় দশ দিন ধরে চলা আলোচনা- সমালোচনার অবসান হয়।
জানা গেছে, এর আগে থেকেই ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপনের স্ত্রী মরিয়ম নেছা করোনার উপসর্গ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ শেফা ক্লিনিকের বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বারেবার ক্লিনিকটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে তাগিদ দেওয়া হলেও ডাক্তার তপন দিতে অপারগতা প্রকাশ করে আসছিলেন। পরে ওই ডাক্তার পরিবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। এতে ডাক্তার তপন স্বস্ত্রীক করোনা পজিটিভ আসে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন ও তার স্ত্রীর করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।
তিনি জানান, আগে থেকেই ডাক্তার তপনের পরিবারকে নমুনা দিতে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তিনি সহযোগীতা করেননি। পরে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ডাক্তার দম্পত্তির করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তারা তাদের মালিকানাধীন শেফা ক্লিনিকের ওপরে বসবাস করছিলেন। এ জন্য ক্লিনিকসহ বাড়িটি লকডাউন করা হয়েছে।
গিয়ে দেখা গেছে, রোগী-আত্মীয়স্বজনে সব সময় জমজমাট থাকা ক্লিনিকের ভেতরে ও বাহিরে সুনসান নিরবতা। করোনার খবর শুনে অবশিষ্ট রোগীরাও ক্লিনিক ছেড়ে পালিয়েছে।

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার বড়দুধপাতিলায় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ একই পরিবারে আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

রবিবার তিনি ওই পরিবারে গিয়ে তাদের এ সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় (১০ কেজি চাল, ৩০ টি ডিম, ১ লিটার তেল, ১ কেজি মসুরের ডাল, ১কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন)।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যেকোনো সামাজিক সমস্যা তাৎক্ষণিক উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা জানান।

দামুড়হুদায় যুবলীগের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে গাছ রোপণ করার আহবান জানিয়েছেন।

‘মুজিবর্ষের আহবান, ৩টি করে গাছ লাগান’এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নেতাকর্মী আগামী ৩ মাস (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩টি (বনজ, ফলজ ও ভেষজ) বৃক্ষ রোপণ করবেন। সৃষ্টির বুকে প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার পেছনে বৃক্ষের রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বৃক্ষ মূলত পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। বন্যা, খরা, ঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ওজনস্তর ক্ষয়, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে। এক কথায় প্রকৃতির অমূল্য ও প্রধান সম্পদ হচ্ছে বৃক্ষ।

পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে, উঁচু-নিচু পতিত জমি, রাস্তার পাশে, নদীর পাড়ে গাছ লাগানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়াদ্দার, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম ফকির, যুগ্ন আহবায়ক লিপন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা মালেক ভূঁইয়া , মহাসিন , জাহাঙ্গীর, বাঁধন, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা আনারুল ইসলাম আকাশ,বকুল, সাব্বির প্রমুখ।

কুড়ুলগাছিতে সাংবাদিক আলমগীর ‘র উদ্যোগে ছাত্রলীগের মাঝে ফুটবল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি আনান্দ বাজার পাড়ায় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক আলমগীর’র উদ্যোগে ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইঁচিতলা গ্রামের ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন। এলাকার গরীব দু:খী মানুষের পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক আলমগীর।

এসময় তিনি বলেন,খেলাধুলা ছাত্র- ছাত্রীদের মন প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে, মাদকের নেশা থেকে বিরত রাখে। ছাত্রদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে পড়া-লেখার পাশাপাশি নিজেদের এলাকায় ছোট-ছোট মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলে আগামী দিনে জাতীয় পর্যায়ে খোলার সুযোগ পেতে পারো।

ফুটবল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ: লীগের সহ সভাপতি তারিক রহমান, ছাত্রলীগ সদস্য ফিরজ, বাসার, সজিব, ইমরান, তাহের, মাফুজুর রহমান, মনিরুল, শাহিন, রবিউল, ফারুক, ইসমাইল ইসলাম সহ সকল নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন ১৭ জনের করোনা সনাক্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫৬ জনে। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪৭ জন ও মারা গেছেন ৩ জন। রবিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ৬৪ জনের নমুনার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার

পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে বেলগাছি গ্রামে ইমাদুল নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন।

গতকাল রবিবার দুপুরে গ্রামের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

নিহত ইমাদুল বেলগাছি গ্রামের সাহজাহানের ছেলে। তিনি বেলগাছি গ্রামের নুহু নবীর পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতেন।

জানা গেছে, ইমাদুল প্রতিদিনের ন্যায় তার কর্মস্থান পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান। এ সময় বিদ্যুতের সুইসবোর্ডের প্লাগে একটি তার ঢোকাতে গেলে পুরো ফার্মে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। তার শরীরও বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পরে পোল্ট্রি ফার্মের মেইন সুইস বন্ধ করে নিহত ইমাদুলকে উদ্ধার করা হয়। ইমাদুলের দুইটি সন্তান রয়েছে। পরিবারে একমাত্র কর্মক্ষম ইমাদুলের অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও দুইটি সন্তান অসহায় হয়ে পড়েছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা

আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২ জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা

অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন বাবা।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের আরেক সদস্য রফিকুল আটক

আলমডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর আন্তজেলা শ্যালোমেশিনের মোটর চোরচক্রের আরেক সক্রিয় সদস্য রফিকুলকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিনগত রাতে বড় বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক রফিকুল ইসলাম আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড় বোয়ালিয়া গ্রামের ফটিক মন্ডলের ছেলে। রফিকুল আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের একজন সক্রিয় সদস্য।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা থানার এসআই সিদ্ধার্থ জানান, হারদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মাঠ থেকে হঠাৎ করে শ্যালোমেশিনের মোটর চুরির হিড়িক পড়ে যায়। কেশবপুরের মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরির সময় আন্তজেলা চোরচক্রের দুইজনকে আটক করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে রফিকুলের জড়িত থাকার কথা জানা যায়।

জানা গেছে, গত ৩০ জুন রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী দুইজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আটক দুইজন হল কুষ্টিয়ার খোকসার আব্দুল মান্নানের ছেলে ইমরুল ও কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে সেলিম। পুলিশ এই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে স্থানীয় চোরও মোটর চুরির সাথে জড়িত রয়েছে।